তিন লোকের জন্য দ্বিগুণ পুরুস্কার রয়েছে: (১) আহলে কিতাবের যে ব্যক্তি তার নবীর ওপর ঈমান এনেছে এবং মুহাম্মাদের ওপরও ঈমান এনেছে। (২) যে ক্রীতদাস আল্লাহর হক এবং তার মালিকের হক দুটিই আদায় করে। (৩) যে লোক তার বাঁদীকে সুন্দরভাবে আদব-কায়দা শিখিয়েছে এবং ভালোভাবে দীনি ইলম শিক্ষা দিয়েছে অতঃপর তাকে আযাদ করে বিয়ে করেছে; তার জন্যও দু’টি বিনিময় রয়েছে।

আবূ মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে মরফূ হিসেবে বর্ণিত, “তিন লোকের জন্য
দ্বিগুণ বিনিময় রয়েছে: (১) আহলে কিতাবের যে ব্যক্তি তার নবীর উপর ঈমান এনেছে এবং মুহাম্মাদের উপরও ঈমান এনেছে। (২) যে ক্রীতদাস আল্লাহর হক আদায় করে এবং তার মালিকের
হকও আদায় করে। (৩) যে তাঁ বাঁদীকে সুন্দরভাবে আদব-কায়দা শিক্ষা দিয়েছে এবং ভালোভাবে দীনি ইলম শিক্ষা দিয়েছে অতঃপর তাকে আযাদ করে বিয়ে করেছে, তার জন্যও দু’টি পুরস্কার রয়েছে।
[সহীহ] [এটি বুখারী বর্ণনা করেছেন।]

তিন লোককে কিয়ামতের দিন দ্বিগুণ প্রতিদান দেওয়া হবে। অতঃপর তাদের কথা উল্লেখ করেছেন, যেমন তাঁর বাণী: (১) ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি তার নিকট পূর্ব প্রেরিত নবী মূসা ও ঈসা আলাইহিমাস সালামের ওপর ঈমান এনেছে। আর এটি হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন ও তাঁর দাওয়াতী মিশনের পূর্বে। অতঃপর যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করা হয় এবং তার কাছে তাঁর দাওয়াত পৌঁছে তখন তাঁর উপরও ঈমান এনেছে। এটিই হলো এ ব্যক্তির জন্য দু’টি প্রতিদান। একটি হলো তার নিকট প্রেরিত প্রথম রাসূলের উপর ঈমানের প্রতিদান আর দ্বিতীয়টি হলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ঈমান আনার প্রতিদান। (২) যে ক্রীতদাস আল্লাহ তাআলার ইবাদত করে এবং তার মালিকের অর্পিত দায়িত্বও উত্তমভাবে আদায় করে। তার জন্যও দু’টি প্রতিদান রয়েছে। (৩) যে তার বাঁদীকে সুন্দরভাবে আদব-কায়দা শিক্ষা দিয়েছে এবং ভালোভাবে দীনি ইলম, যেমন হালাল-হারাম শিক্ষা দিয়েছে; অতঃপর তাকে দাসত্ব থেকে আযাদ করে বিয়ে করেছে। তার জন্য দু’টি প্রতিদান রয়েছে। প্রথম প্রতিদান হচ্ছে, আদব-কায়দা শিক্ষা দেয়া ও আযাদ করার জন্য। আর দ্বিতীয় প্রতিদান হচ্ছে, আযাদ করার পর তাকে কষ্ট না দিয়ে তার প্রতি অনুগ্রহ করার জন্য, তাকে বিবাহ করার জন্য এবং তার লজ্জাস্থানের হিফাযত করার জন্য।

http://www.sunnah.global/hadeeth/bn/show/3697